দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

শিক্ষক সংকট নিরসনে দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নহে

১২ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

সুশিক্ষা একটি জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এই জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শিক্ষক সংকট দীর্ঘদিন ধরিয়া বহাল থাকে তবে জাতি সুশিক্ষিত হইবে কী করিয়া? মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)-এর সূত্রে জানা গিয়াছে, দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকারি কলেজগুলিতেও প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে শিক্ষক সংকট। মাউশি সূত্রমতে, দেশে ৩২৭টি সরকারি কলেজ রহিয়াছে। এইসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় তিন সহস্রাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শিক্ষকের অনুপাতে সবচাইতে বেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশে—এমন তথ্য জানা যায় গত বৎসর প্রকাশিত বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) একটি প্রতিবেদন হইতে। প্রতিবেদনটি বলিতেছে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় প্রতি একজন শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫ জন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে এই অনুপাত ৩১, নেপালে ২৯, পাকিস্তানে ১৯, শ্রীলংকায় ১৭ ও ভুটানে ১৪ জন। বলিবার অপেক্ষা রাখে না, প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকিবার কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান চলিতেছে জোড়াতালি দিয়া।

মাউশি সূত্র বলিতেছে, শিক্ষক প্যাটার্ন অনুযায়ী স্নাতক কোর্সে প্রতিটি বিষয়ে সাতজন শিক্ষক এবং স্নাতকোত্তর বিষয়ের জন্য ১২ জন শিক্ষক থাকিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবতা হইতেছে, অনেক কলেজে ইহার অর্ধেকও নাই। অর্থাত্ শিক্ষায় আমাদের যতটুকু উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, ততখানি করা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা জানি, কলেজগুলিতে শিক্ষক বদলি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। বদলির কারণে শিক্ষক শূন্যপদের সংখ্যারও তারতম্য হয়। পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষক বদলি হইবার কারণে কলেজগুলিতে শিক্ষকের শূন্য পদ সুনির্দিষ্টভাবে জানাও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং শিক্ষক বদলির কাজটি অনলাইনে সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাউশি অবশ্য জানাইয়াছে, ডিজিটাল সিস্টেম প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। আশা করা যায়, দীর্ঘসূত্রতার চক্রে পড়িয়া অকারণ বিলম্বের শিকার হইবে না অনলাইনে সার্ভার তৈরির কাজ। বদলির বিষয়টি অনলাইনে চলিয়া আসিলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শূন্যপদের সংখ্যা কত—তাহা খুব সহজেই সুনির্দিষ্ট করিয়া বলা যাইবে। জানা গিয়াছে, ৩৬ ও ৩৭ বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা যোগদান করিলে শিক্ষকদের অনেক শূন্যপদই পূরণ হবে। তবে শিক্ষক সংকট কাটাইয়া উঠিতে বিশেষ বিসিএসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন কোনো কোনো কর্মকর্তা। সূত্রমতে, শিক্ষা ক্যাডারে ১২ হাজার পদ সৃষ্টি প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। ইহা চূড়ান্ত হইলে একটি বিশেষ বিসিএসের (শিক্ষা ক্যাডার) মাধ্যমে এইসকল পদে নিয়োগ করিবার বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষা কোনোভাবেই জোড়াতালি দেওয়ার খাত নহে। ইহা এমন একটি ক্ষেত্র, যেইখানে কোনো ঘাটতি দীর্ঘদিন বিরাজ করিলে ভবিষ্যতে সকল খাতেই ইহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষক সংকট নিরসনে কোনো প্রকার অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নহে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত